নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গল্পমালা

Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

মহাশ্বেতা

সদ্য-চুনকাম-করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই! একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা-ঝুলিয়ে-বসা অমিতার দিকে আর একবার তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।

ইচ্ছা করলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত চিন্মোহন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। অমিতা একটুও বাধা দেবে না, একটুও বিস্মিত হবে না। তবু—থাক্। এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে ব'সে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ক্ষোভ থাকে না, কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনের জীবনে নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়ে ছিল আনন্দ। দহনজ্বালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে জীবনে মধুর প্রশান্তির এই আস্বাদন আর হয়তো ঘটে উঠত না।

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো রেখা থাকে, আজ একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, শ্বেতা!

বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন, মহাশ্বেতা। স্নিগ্ধ হাসল অমিতা। চিন্মোহনের মনে হল ওর হাসির রঙও যেন সাদা একগুচ্ছ জুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই।

চিন্মোহন বলল, মহাশ্বেতাই তো। আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্যে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই, এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিয়ে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলানো আর রোধ করা যাবে না একথা অমিতাও জেনেছে। সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন মুহূর্তের পর মুহূর্তে, ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ? জীবনের মূল ধারাই ছুটবে নতুন গতিতে। কিন্তু কেমন হবে সে পথ? কেমন হবে পরিবর্তন? এখনো শঙ্কায় মন দুলতে থাকে, সংশয় সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। এই পাঁচ বছরের বৈধব্য জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে লেগে গেছে। এ ছাড়া অন্য জীবনের কথা কল্পনাও যেন করা যায় না। কিন্তু যার স্মৃতির জন্যে এই কৃতজ্ঞতা, সেই মৃত অমূল্যর ওপর মন কি অমিতার আজো তেমনি একনিষ্ঠ আছে? দৈনন্দিন জীবনে বিধবার আচারনিষ্ঠা সে তেমনি মেনে চলেছে, কিন্তু নিজের মনের খবর তো অমিতা জানে। এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যর মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। অমিতা আর

পারে না, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে ? গোপন কাঁটায় মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত হওয়ার শক্তি আর অমিতার নেই। এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।

তবু ওর চোখের সামনে নিজের মনকে এমন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে মেলে ধরবার কি প্রয়োজন ছিল ? এর চেয়ে আজীবন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে, নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারলে যেন কৃতিত্ব ছিল, আনন্দ ছিল বেশি। দিনের পর দিন পাপড়ির পর পাপড়ি খুলতে থাকবে, তবু তার মনের কিছুতে নাগাল পাবে না চিন্মোহন ; অমিতা তেমনি ভেবে রেখেছিল। কিন্তু তা হল কই। কখন্ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে একসঙ্গে সমস্ত দলগুলি খুলে গেল, অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওর চোখের আলোয় কিছুই আর গোপন রইল না।

পর্দার বাইরে থেকে ভুবনবাবু ডাকলেন, অমি মা।

অমিতা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না!

চিন্মোহন বলল, আসুন।

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই চিন্মোহন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তক্তপোশের এক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে অমিতা আরো খানিকটা স'রে বসল।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু মনে মনে হাসলেন। ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হ'তে চলল, গত বছর বি টি পাশ ক'রে গুরুগম্ভীর হেডমিস্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া-শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। সেই মেয়ের এই বালিকাসুলভ লজ্জা তাঁর চোখে ভারি অপরূপ লাগল। ভুবনবাবু মুহূর্তের জন্যে যেন পলক ফেলতে ভুলে গেলেন। ওর দেহে মনে যেন লাবণ্যের নতুন জোয়ার এসেছে, বাঁচবার নতুন সার্থকতা। দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু। এ সম্ভাবনার কথা যদি তাঁর আরো চারবছর আগে মনে পড়ত তাহ'লে এই ব্যর্থ কৃচ্ছ্রসাধনে ওর জীবনের এতগুলি দিন এমন ক'রে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা নিশ্চিত ক'রে জেনে নেওয়া দরকার চিন্মোহন। তোমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সে হিসেবে ভালোমন্দ সমস্ত বোঝাপড়া নিজেরাই ক'রে নিতে পার, মাঝখান থেকে আমার হস্তক্ষেপের অবশ্য কোনো প্রয়োজন নেই—

চিন্মোহন বাধা দিয়ে বলল, না না, তা কেন, অভিভাবক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে।

ভুবনবাবু হাসলেন, সে কথা থাক্। নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই কয়েকটা কথা স্পষ্ট বুঝতে চাচ্ছি। নতুন কিছু নয়। সেদিন তুমি যখন আমার কাছে কথাটা প্রস্তাব করেছিলে তখন আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার জবাব তো এখনো পাইনি চিন্মোহন ?

চিন্মোহন বলল, হ্যাঁ, খোলাখুলিভাবেই আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দাদা তো সম্পূর্ণ সমর্থনই করেন। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলবার পর মায়ের সম্মতিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হয়তো সেটা তাঁর সানন্দ সম্মতি নয়, কিন্তু এ ধরনের কিছু কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অমিতার আছে ব'লেই আমি জানি। যদি নাই পারেন, তাতেই বা ক্ষতি কি। বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়।

ভুবনবাবু এবারো একটু মৃদু হাসলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু পরিবার আর সমাজ, কয়েকজন জ্ঞাতি বন্ধু নিয়ে সে সমাজের গণ্ডী যত ছোটই হোক, তাকে অস্বীকার করা অত সহজ নয়। জীবনে কিসের যে কতটুকু প্রভাব তার হিসেব কি খুব সহজ চিন্মোহন ?

ভুবনবাবুর কথার শেষের দিকটায় যেন একটু ক্লান্ত করুণ সুর বেজে উঠল। ইতিহাসটা চিন্মোহনের কিছু কিছু জানা। নিজের সম্পর্কিত পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুবনবাবু। মাত্র এইটুকু অবৈধতায় পরিবারের সঙ্গে আজীবন তাঁদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ রুক্ষতা তাঁদের দাম্পত্যজীবনকেও স্পর্শ করতে ছাড়েনি।

চিন্মোহন চুপ ক'রে রইল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতা বলল, যাই বাবা, চা ক'রে আনি।

ভুবনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সপ্তাহখানেক সময় নিয়েছিল অমিতা। সপ্তাহের শেষে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইল। কিন্তু অসহিষ্ণু চিন্মোহন মাথা নাড়ল, না, আর সময় তুমি পাবে না। আয়ুর সমস্ত সপ্তাহই তাহ'লে এমনি একটি একটি ক'রে কাটবে। আর বিলম্ব নয়। যা হয় কালই।

ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্মোহন, তাহ'লে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্মোহন। অমিতা বাধা দেবে না।

স্থির হল বিয়ে হবে রেজেস্ট্রি ক'রেই, তবু চিন্মোহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও সংক্ষেপে পালন করা হবে।

লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে অমিতার মন। আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি! কিছুতেই মন সাড়া দেয় না।

একটু চুপ ক'রে অমিতা বলে, ওগুলি কি না করলেই নয়?

চিন্মোহন বলে, আমার জন্যে ওগুলি নিতান্তই অনাবশ্যক কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্যে কিছুটা প্রয়োজন আছে বইকি। তবু জিনিসগুলি যে বিরক্তিকর সন্দেহ নেই। কত যে অসংখ্য মেয়েলি আচারের মধ্য দিয়ে পার হ'তে হয় তার ঠিক নেই। তবু—চিন্মোহন মিষ্টি একটু হাসল—তবু একবারের অভিজ্ঞতা তোমার যখন হয়েছে তত অসুবিধা হবে না বোধ হয়। কিন্তু ওদের পাল্লায় প'ড়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমার দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো।

হঠাৎ ভারি বিবর্ণ দেখালো অমিতার মুখ। চিন্মোহন বিস্মিত হয়ে বলল, কি হল?

ম্লান হাসল অমিতা, কি আবার হবে।

কিন্তু কী যে হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই চিন্মোহনের। অমিতার পূর্বজীবন সম্বন্ধে পারতপক্ষে কোনোদিন কোনো কৌতূহল চিন্মোহন প্রকাশ করেনি, এ প্রসঙ্গ সতর্কভাবে সে বরং এড়িয়েই যায়। তবু কোনো মুহূর্তে তার উল্লেখ মাত্রেই অমিতা যদি এমন আঘাত পায়, এতটা অসহায় বোধ করে, তাই বা কি ক'রে চিন্মোহন সহ্য করবে? বয়স এবং অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে অমিতার যে, তার মন আজো এতখানি স্পর্শকাতর থাকবে?

একটা কথা আজ একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাই অমিতা। চিন্মোহনের কণ্ঠ একটু রূঢ় এবং গম্ভীর শোনালো।

বল।

তোমার পূর্বজীবনের প্রসঙ্গ এতকাল সযত্নে দুজনে আমরা এড়িয়েই গেছি। কিন্তু ফল তাতে ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনাই বরং ভালো। বেদনা এবং দুর্বলতার স্থানকে লুকিয়ে রেখে কাজ নেই। অমূল্যবাবুকে তুমি আজো ভুলতে পারনি, এই তো স্বাভাবিক। এজন্যে আমার কোনো ঈর্ষাও নেই ক্ষোভও নেই। আমার শুধু দুঃখ এই, তাঁর কথা আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে চাও। অন্যান্য প্রসঙ্গের মত তাঁর কথাও তো—এমন কি তোমাদের সেই দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী পর্যন্তও—দুজনে আমরা আলোচনা করতে পারি।

অমিতা অদ্ভুত একটু হাসল, বলল, প্ল্যানটা যেমন ভালো তেমনি কৃত্রিম। জীবনকে সবসময় অমন ফরমূলায় বাঁধা যায় ব'লে কি মনে হয় তোমার?

চিন্মোহন বলল, বেঁধে নিতে পারলে অনেক সময় কিন্তু ভালোই হয়। নিজেদের গড়া যে বাঁধন তাকে ভয় কিসের, সে তো ছন্দের বাঁধনের মত। বিয়েকেও তো লোকে বন্ধন বলে।

মনে মনে যত বিরূপতাই থাক্, মুহূর্তের জন্যে সকলে মুগ্ধই হ'লেন। রূপ যেমন আছে, সংযত

রুচিও তেমনি। বয়স যতটা বেশি ব'লে শোনা গিয়েছিল, মুখে ততখানি ছাপ পড়েনি। বিদ্যার সঙ্গে—বন্দুকের সঙ্গীনের মত— তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার উঁচু হয়ে নেই। শুধু চিন্মোহনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হ'তে অমিতা উৎসুক।

তবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমিতার মনে অস্বস্তির গোপন কাঁটা কোত্থেকে এসে বিঁধতে লাগল। মন্দাকিনীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি হঠাৎ পা সরিয়ে নিলেন, থাক থাক।

অপ্রতিভভাবে অমিতাকে স'রে দাঁড়াতে হল।

বাইরের ঘরে শোনা গেল চিন্মোহনের বড় ভাই মনোমোহন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছেন, আমি বেশ ভেবেচিন্তে ইচ্ছা ক'রেই মত দিয়েছি, বুঝলে বঙ্কু। এমন সচেতন চেষ্টা ছাড়া বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিতই হবে না। লজ্জা আর সংস্কারের জড়তা এমনি জোর ক'রেই ঘুচানো প্রয়োজন।

অমিতা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি স'রে যায়।

খেতে ব'সেও অসুবিধার অন্ত নেই। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে চিন্মোহনের বোন সুনন্দা আর তার বউদি সরমার সঙ্গে অমিতাকে খেতে দেওয়া হল। পরিবেশনের ভার নিয়েছেন সম্পর্কিত এক ঠানদি। বিবাহাদি ব্যাপারে খাটতে যেমন তিনি পারেন তেমনি পারেন কথা বলতে। তাঁর রসনার সরসতার খ্যাতি আছে পাড়ায়।

নিরামিষ আমিষ নানারকমের তরকারি। কিন্তু অমিতা শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়েই খেয়ে চলেছে। আমিষ একটাও সে স্পর্শ পর্যন্ত করছে না। ঠানদি তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, ওমা, নতুন বউ যে মাছের তারকারি একটাও ছুঁয়ে দেখলে না। এত কষ্ট ক'রে রাঁধলুম তো ভাই তোমার জন্যেই।

সলজ্জভাবে অমিতা বলল, আজ থাক্।

ওমা থাকবে কেন, সধবাকে যে রোজ মাছ খেতে হয়।

সুনন্দা বলল, খান বউদি, চমৎকার হয়েছে।

সরমাও বলল, একটা তরকারি অন্তত খাও।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটুকরো মাছ মুখে দিল অমিতা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুঃসহ বিবমিষায় সমস্ত গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল মেঝের ওপর। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় আর অস্বস্তিতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অসহনীয় লাগতে লাগল অমিতার।

ঠানদি কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে প'ড়ে যাওয়ায় তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। ও, তাই বল! তা চিনুর সঙ্গে ভাব তো নাতবউয়ের শুনেছি অনেকদিন থেকেই। বিয়ে যে হবে এ তো প্রথম থেকেই জানত। মাছকোচ খাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকে আরম্ভ করলেই তো হত। তাহ'লে আর এমন অসুবিধেয় পড়তে হত না। সে সব বিধিনিষেধ তো আর সকলের জন্যে নয়।

অমিতা চেয়ে দেখল সকলের মুখে কৌতূহলের হাসি ফুটে উঠেছে।

খেয়ে-দেয়ে উঠে সুনন্দা বলল, ঠানদি চিরকালই ঠোঁটকাটা মানুষ। তাঁর রসজ্ঞানের তুলনা হয় না। কিন্তু তাঁর রসিকতায় আমার পায়ের তলা পর্যন্ত জ্ব'লে যায়, এই যা যন্ত্রণা।

অমিতা নীরবে ম্লান একটু হাসল। বাইরের আচার-আচরণ নিয়ে এমন আকস্মিক অসুবিধায় পড়তে হবে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এ ধারণা তার কিছুতেই মাথায় আসেনি।

সুনন্দা সহানুভূতির কণ্ঠে বলল, গা বমি বমি লাগছে নাকি এখনো ? একটা পান খেয়ে দেখুন না বউদি, সেরে যাবে।

অমিতা বলল, পান তো আমি খাইনে।

সুনন্দা হাসল, খান না ব'লে কি এখনো খেতে হবে না নাকি ? আমিই কি সবদিন খাই ? কিন্তু নিমন্ত্রণ-টিমন্ত্রণের পর পান খেয়ে ভারি চমৎকার লাগে। দাঁড়ান আমি সেজে আনছি, ভালো যদি না লাগে কি বলেছি। চৌদ্দপনের বছরের কিশোরী মেয়ে। ওর নিজের ভালো-লাগার স্রোতে অন্যের অসুবিধাটা ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে এমন অনেক ছাত্রীর সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়েছে অমিতার,

কিন্তু নিজের গাম্ভীর্যে সে অটল রয়েছে।

সারাদিনের মধ্যে চিন্মোহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্মোহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।

সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দ মত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, এসব কেন এত?

সুনন্দা বলল, কেন নয়? আগের মত আজো কি সেই সাদা—

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, ছি!

অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরনের আত্মসমর্পণে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন ক'রে অনুভব করল অমিতা। এ যেন আর কেউ, আর কারো শরীর। সুনন্দাদের একজন হয়ে সেও যেন কৌতুক বোধ করছে।

আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা। কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত ক'রে অমিতার সিঁথিও সে আয়তির চিহ্নে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। কপালে বড় ক'রে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা। কে বলবে বিধবার বেশে পাঁচপাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছে অমিতা। খাওয়া দাওয়ার পর সুনন্দার পাল্লায় প'ড়ে এ বেলাও পান খেতে হল। তাছাড়া দীর্ঘদিন পরে হ'লেও পানের স্বাদটা অমিতার ভালোই লেগেছে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে সুনন্দা তাকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের বড় দেওয়াল-আয়নাটার সামনে, দেখুন কি চমৎকার মানিয়েছে, আমূল বদলে' গেছেন একেবারে। নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন তো?

মৃদু হাসল অমিতা, না পারাই তো ভালো।

আধো-শোয়া ভাবে কি-একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

এ কি হয়েছে!

অমিতাও একটু বিস্মিত হল, কেন, কি আবার হবে।

চিন্মোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে?

কথার ভঙ্গিটা কেমন যেন দুঃসহ লাগল অমিতার, বলল, কে আবার সাজাবে? আমি নিজেই সেজেছি। কেন, খুব খারাপ লাগছে নাকি?

সব্যঙ্গে হেসে উঠল চিন্মোহন, না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স ক'মে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্মোহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একখানা ফটো। নিচে সযত্ন হস্তে লেখা, মহাশ্বেতা!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।

মাঘ ১৩৫০